সংবাদ

তারিখ 6 MAY 2009
পৃষ্ঠা

কওমি মাদ্রাসাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিশন গঠন করতে হবে

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন নিয়ে কওমি মাদ্রাসার নেতৃস্থানীয় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ফলে আদৌ কমিশন গঠন হবে কি না তা নিয়ে সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিক এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নানা প্রশ্নে বহুদিন ধরেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সরকারসহ সব মহলে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি বেশ কিছু কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। প্রমাণও মিলেছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এরপর কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সব মহলে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। আইনমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কওমি মাদ্রাসাগুলো জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র। তার এ বক্তব্যের জের ধরে গত ১৯ এপ্রিল ৬২ সদস্যের একটি ওলামা প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 'যমুনা'য় বৈঠক করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস প্রণয়নের জন্য মাদ্রাসা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন।

বৈঠকে কথা হয়, সৌদি আরব সফর শেষে দেশে ফেরার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কমিশনের সদস্যদের নাম পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলেমদের আরেক দফা বৈঠক হবে। কিন্তু ঐ কমিশন গঠন নিয়ে সারাদেশের ছোট-বড় ১১টি কওমি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে কওমি মাদ্রাসার প্রধান দুই নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া' (বেফাক) ও 'সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' একমত হতে পারেনি। উল্লেখ্য, এ দুটি বোর্ড দেশের ১৪ হাজার মাদ্রাসার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে।

সৃষ্ট অবস্থার কারণে কার্যত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠনের বিষয়টি ঝুলে গেল। বোঝা যাচ্ছে, কওমি মাদ্রাসার আলেমদের একটা অংশ চায় না যে কমিশন গঠন হোক। এজন্য তারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। নানা ওজর-আপত্তি তুলে এটা বন্ধের পাঁয়তারা শুরু করেছে। এই অংশ ভাল করেই বুঝতে পারছে যে, কমিশন গঠন হলে পাঠ্যক্রম তৈরি ও সনদের স্বীকৃতিসহ সব বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর্থিক হিসাব-নিকাশ দাখিল করতে হবে। কিন্তু এসবই তো স্বাভাবিক। দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠানকে জনগণ তথা জননির্বাচিত সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কওমি মাদ্রাসাগুলোও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। মানুষ জানতে চায় তারা কী করছে, কেন করছে, কীভাবে করছে। তাদের এ জবাবদিহিতায় এত অনীহা কেন? বিষয়টি রহস্যময়। বহুদিন ধরেই কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কওমি মাদ্রাসাগুলোতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কমিশন গঠন করলে স্বচ্ছতা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা জঙ্গি সংশ্লিষ্টতাসহ বিভিন্ন অভিযোগের একটা সুরাহা হবে। কওমি মাদ্রাসার আলেমদের এ সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এবং এটা তাদের স্বার্থেই। অথচ তাদের কেউ কেউ এর বিরোধিতা করছেন। তারা বলছেন, কমিশন গঠন হলে তাদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর এমপিওভুক্তির প্রশ্নও আসবে। তাতে কওমি মাদ্রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। এ সম্পর্কে বেফাকের সহ-সভাপতি মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, 'আমি এমপিওভুক্তির ঘোরতর বিরোধী। এমপিওভুক্তির অর্থ সরকারকে দাসখত দেয়া।' এটা এখন স্পষ্ট যে, পুরো বিষয়টি নিয়ে একটা অংশ কূট রাজনীতি করছে। মুখে না বললেও বোঝা যায় এই অংশের মূল আশঙ্কা হলো– কমিশন প্রতিষ্ঠিত হলে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে আর জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করা যাবে না।

সরকারকে অবশ্যই কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং এর বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে হবে। কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিরোধিতায় এর কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কিছু বিষয়ে জননির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। তাদের পাঠ্যক্রম অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। দেশের অন্য ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় তো এমনটাই নিয়ম। তারা এর বাইরে থাকতে চাচ্ছে কেন? এটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এর পেছনে কোন দুরভিসন্ধি থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। তাদের অর্থের উৎস ও ব্যয়খাতকেও স্বচ্ছ হতে হবে। আর যদি কোন কওমি মাদ্রাসা কমিশনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তবে সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জবাবদিহির বিকল্প নেই। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হলে কওমি মাদ্রাসার জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সরকারকে এ লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।